

ঈশ্বর কি আসলেই পুরুষ ও নারী উভয়কেই নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

মূল শব্দ

তাদের

বহ্বাচক সর্বনাম ও বহ্বাচক ক্রিয়াপদ

অবশ্যই! ঈশ্বর প্রথম নারী ও পুরুষকে সম্মান দিয়েছেন ও আশীর্বাদ করেছেন এবং উভয়কেই মূল পাঁচটি আদেশ দিয়েছেন। পাপহীন সৃষ্টির আদর্শ পরিপূর্ণতায়, আমরা মানবজাতিকে আশীর্বাদ করার ও এমন একটি পৃথিবী প্রতিষ্ঠা যা মানুষের উন্নতির দিকে পরিচালিত হয় - এমন ইচ্ছা ঈশ্বরের হৃদয়ে দেখতে পাই। আদি ১:২৮ পদে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম শব্দ দেখতে পাই:

“পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত আর সমুদ্রের মৎসগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব করো।”

আমরা কিভাবে বুঝি এই আদেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য, শুধু পুরুষের জন্য নয়? ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম

ঈশ্বর স্পষ্টতই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য এই আশীর্বাদ ও আদেশ দিয়েছেন কারণ ঈশ্বর পাঁচটি, বহুবচন ও অনুজ্ঞাসূচক হিব্রু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। আবার লক্ষ্য করুন ঈশ্বর তাদেরকে “তাদের” বহুবচন দ্বারা আশীর্বাদ করেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন। ঈশ্বর নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শক্তিশালী ও ঐক্যতানিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করেছেন সেই শুরু থেকেই।

ঈশ্বর বহুবচন ক্রিয়াপদ ও বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করেছেন

প্রথম পাঁচ আদেশ

ঈশ্বর নিজেই এই পাঁচটি, অভিন্ন ক্রিয়াপদ দিয়ে পুনরাবৃত্তি করেননি। বরং এই আদেশগুলো লোকদের জন্য ঈশ্বরের স্পষ্ট ও কৌশলগত নীলনকশা প্রদান করে। যেহেতু, ঈশ্বর নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথেই কথা বলেছেন, তাই তাদের উভয়কেই এই আদেশের প্রতিটি আদেশ পালন করতে হবে।

১. **পারাহ (ফলশালী হওয়া)** – ঈশ্বর প্রথম দম্পতিকে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন তারা একে অপরকে উপভোগ করে। এবং আরো সন্তানের জন্ম দেয় যারাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হবে। কেউই এটি ভাবার মতো এতো বোকা নয় যে যে কোন এক লিঙ্গের মানুষই সন্তান জন্ম দিতে পারে। ঠিক একই ভাবে মন্ডলীতেও ঈশ্বর চান যেন নারী ও পুরুষ উভয়েই ফলশালী, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহনকারী ও শিষ্য গঠনকারী হয়।
২. **রাবাহ (বহুগুণে বৃদ্ধি করা)** – এই অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থ হলো নারী ও পুরুষ ঈশ্বরের প্রাচুর্যময় জীবন দ্রুততার সাথে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেবে যোগ করার পরিবর্তে গুণের হারে!) যেখানে ফলশালী (**PARAH**) হওয়া অর্থ নতুন প্রাণ সৃষ্টি, সেখানে রাবাহ (**RABAH**) এই প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে।
৩. **মেল (পরিপূর্ণ করা)** – এর অর্থ উপচে পড়া, পর্যাপ্ত হওয়া, এবং পরিপূর্ণ করা। ঈশ্বর চেয়েছেন নারী পুরুষ যেন সমাজের কোন বিভাগ ঈশ্বরের গৌরবের স্পর্শবিহীন না রাখে: শিক্ষা, ব্যবসায়, বিনোদন, সরকার, মিডিয়া, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। আমরা আমাদের আত্মার দান, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও প্যাশনের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি, সমাজের প্রতিটি অংশকে প্রভাবিত করবো।
৪. **কাবাহ (বশীভূত করা)** – এর অর্থ জয় করা বা অধীনে আনা। **Kabash** অর্থ মাঠ ফাঁকা করে দেয়া বা পশুদেতর বশে আনা নয়। ঈশ্বর চান যেন আমরা সব শত্রুর উপর জয়ী হই। ঈশ্বরের এসেছেন শয়তানের কাজ ধ্বংস করতে (১ যোহন ৩:৮)। পুরুষ এবং নারী একসাথে ভয় এবং বিশৃঙ্খলাকে জয় করবে এবং ঈশ্বরের আলো ও শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে।
৫. **রাডাহ (কর্তৃত্ব করা)** – ঈশ্বর চায় মানুষ সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করুক এবং যত্ন নিক। কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কোন এক লিঙ্গের উপর দেয়া হয়নি। আদি এক অধ্যায়ে ঈশ্বর “তাদেরকে” কর্তৃত্ব করতে বলেছেন।, কিন্তু একে অপরের উপর নয়। ঈশ্বর মানবজাতিকে নেতৃত্বের গুণ দ্বারা আশীর্বাদিত করেছেন, তারা একসাথে ঈশ্বরের রাজদূত হিসেবে ঈশ্বরের রাজত্বে আধিপত্য করবে।

৬. উপসংহার

ঈশ্বর আদেশ ও আশীর্বাদ দিয়েছেন দুই লিঙ্গের মানুষকেই। তিনি নেতৃত্বকে শুধু পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং উভয়েই শক্তিশালী সুবিধা ও ভারী নির্দেশনা লাভ করে। শয়তান চায় ঈশ্বরের আদেশগুলিকে বিকৃত করতে ও ঈশ্বরের দলকে ভেঙে দিতে। কিন্তু আমরা পারস্পারিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের হৃদয়কে প্রতিফলিত করবো।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. এই পৃষ্ঠাটি ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?
২. জাতি বা লোক সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?
৩. আমি কোন আদেশটি পালন করবো?
৪. আমি এটি কার কাছে বলতে পারি?